জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - জুলাই/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* চীনে জাতিসংঘের উদ্যোগে রাসায়নিক কারখানা বন্ধ
* দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যগুলো অর্জন এখনও সম্ভব তবে প্রয়োজন আরো বড় উদ্যোগ -বান কি মুন
* শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস অনুমোদিত হওয়ায় অভিনন্দন জানালেন মহাসচিব
* মরুকরণ বহু মানুষকে দেশত্যাগী করতে পারে -জাতিসংঘ

চীনে জাতিসংঘের উদ্যোগে রাসায়নিক কারখানা বন্ধ

৩ জুলাই-জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) জানিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি) ও হ্যালন নির্গমনকারী দেশ চীন ওজন স্তরের ক্ষতি সাধনকারী এ দু'টি গ্যাসের নির্গমন ধীরে ধীরে বন্ধের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তার অবশিষ্ট ছয়টি কারখানার মধ্যে পাঁচটিই বন্ধ করে দিয়েছে।

রবিবার এক প্রতিকী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কারখানাগুলো বন্ধ করা হয়। চীনা কর্তৃপক্ষ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওজন স্তরের ক্ষতি সাধন করে এমন দ্রব্য উৎপাদন বন্ধে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে এবং ইউনেপ-এর "আমাদের ভবিষ্যত স্মরণকারী" উদ্যোগের অংশ হিসেবে চীনা কর্তৃপক্ষ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ট্রিয়েল প্রটোকলে ২০১০ সালের যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে রবিবারের এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে চীন তা বাস্তবায়নে প্রায় আড়াই বছর এগিয়ে গেল। মন্ট্রিয়েল প্রটোকল বায়ুমন্ডলে ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদানের পর্যায় নিয়ন্ত্রণ করে। ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি প্রবেশ করে। ইউনেপ-এর হিসাব মতে এই প্রটোকল না থাকলে আরো ২ কোটি লোকের ত্বকের ক্যান্সারের ও ১৩ লোকের কোটি চোখের ছানির ঘটনা ঘটত।

সংঘাইয়ের নিকটবর্তী চিয়াংশু শহরের এই পাঁচটি কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে চীনে সিএফসি উৎপাদনের পরিমাণ কমে হবে ৫৫০ মেট্রিক টন যা ১৯৯৮ সালে ৫৫,০০০ মেট্রিক টন ছিল।

উন্নত দেশগুলোতে ১৯৯৬ সাল নাগাদ এইসব রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চীন সবচেয়ে বেশি ওজন স্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছিল। চীনের এইসব কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর বর্তমানে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়াই এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রধান ওজন স্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশ।

ইউনেপের নির্বাহী পরিচালক আচিম স্টাইনার বলেন, প্রায় ৯৫ শতাংশের বেশি ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদান ধীরে ধীরে অপসারণ করা সম্ভব হওয়ায় এই প্রটোকল বর্তমান সময়ের অন্যতম সাফল্য গাঁথায় পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সৃজনশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হতে পারে।

ইউনেপ জানায়, মন্ট্রিয়েল প্রটোকলের বহুপাক্ষিক তহবিলের সহযোগিতার মাধ্যমে সারাবিশ্ব থেকে ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদান সফলভাবে দুর করা সম্ভব হয়েছে। এই তহবিল ১৪০টি উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন কর্মকান্ডে অর্থের যোগান দেয়। কিছু অত্যাবশকীয় ব্যবহার ছাড়া উন্নত দেশগুলোতে ওজন স্তর ক্ষয়কারী সিএফসি ও হ্যালন গ্যাসের উৎপাদন ১৯৯৬ সালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসহ সকল উন্নয়নশীল দেশে ২০১০ সালের মধ্যে ওজন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা

করা হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যগুলো অর্জন এখনও সম্ভব তবে প্রয়োজন আরো বড় উদ্যোগ –বান কি মুন

২ জুলাই–মহাসচিব বান কি মুন আজ বলেন, দারিদ্র্যসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দুরীকরণের আন্তর্জাতিক লক্ষ্যগুলো অধিকাংশ দেশে এখনও অর্জন করা সম্ভব যদি ধনী ও দরিদ্র দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অতিসত্বর ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জেনেভায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইউনেস্কো) উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে জনাব বান বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) ওপর মধ্যবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদনে উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা রয়েছে। আজ এটি প্রকাশিত হয়।

জনাব বান বলেন, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে আমরা দেখতে পাই এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও ব্যাপকভিত্তিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব। এমডিজি হল আটটি উন্নয়ন লক্ষ্য যা ২০১৫ সাল নাগাদ অর্জনের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছে।

এ সপ্তাহে ইউনেস্কোর বৈঠকে দু'টি লক্ষ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়। চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং উন্নয়নের জন্যে বিশ্ব অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

মহাসচিব লক্ষ্য অর্জনে 'দৃঢ় ও টেকসই পদক্ষেপ' গ্রহণের আহ্বান জানান। মানবজীবনের মানন্নোয়ন জন্য এবং আমাদের সমগ্র জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডার ভিত্তি হিসেবে এ বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন একান্ত প্রয়োজন। বলার অপেক্ষা রাখে না শত শত জীবনও এ লক্ষ্য অর্জনের ওপর নির্ভর করে আছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা, প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বাস্তব পদক্ষেপ এবং বাজারে প্রবেশের উন্নত সুযোগের ওপর আলোকপাত করে জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন নিশ্চিত করতে তিনি দরিদ্র দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

মহাসচিব সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তবে পর্যাপ্ত অর্থায়ন ছাড়া এর কোনটিই অর্জন করা সম্ভব না যা উন্নয়নের জন্য দৃঢ় বিশ্ব অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কিছু দেশে বিশেষত আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলের দেশগুলোতে অগ্রগতি অর্জনের গতি অত্যন্ত ধীর।

জনাব বান বলেন. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সহযোগিতা (ওডিএ) হিসেবে ধনী দেশেগুলো দরিদ্র দেশগুলোতে তাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.৭ শতাংশ ক্রমান্বয়ে ব্যয় করার যে অঙ্গীকার করেছে তা রক্ষা করতে এবং অসংখ্য উন্নয়নশীল দেশকে জিম্মি করে রাখা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার বৈষম্যকে দুর করতে হবে।

তিনি বর্তমানের তথাকথিত দোহা বাণিজ্য আলোচনার সফল সমাপ্তির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমান বাণিজ্য বাধাসমুহ, কৃষি ভর্তুকি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকারের ওপর বিধিনিষেধমুলক আইন বিশ্ব থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিমুর্লে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাকে হাসি তামাশায় পরিণত করবে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস অনুমোদিত হওয়ায় অভিনন্দন জানালেন মহাসচিব

২৯ জুন– শান্তিরক্ষীদের চাহিদা যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন শান্তিরক্ষা অভিযানগুলোকে বৃদ্ধি করার ও টেকসই করার জন্য জাতিসংঘের শক্তিবৃদ্ধির যে প্রস্তাব মহাসচিব বান কি মুন দিয়েছিলেন সাধারণ পরিষদ তা অনুমোদন করায় তিনি আজ পরিষদকে অভিনন্দন জানান।

আজ সকালে সাধারণ পরিষদ যে প্রস্তাবটি অনুমোদন করে তার মধ্যে রয়েছে শান্তিরক্ষা অভিযান বিভাগ (ডিপিকেও) পুনর্বিন্যাস করা ;

মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য একটি পৃথক বিভাগ (ডিএফএস) সৃষ্টি করা যার প্রধান হবেন একজন অধস্তন মহাসচিব; জাতিসংঘ সচিবালয়ের অন্যান্য অংশ এবং বিভাগগুলোতে কর্মপর্যায়ের সম্পদ উলে-খযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা; এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিলতা মোকাবেলায় নতুন সামর্থ ও সমন্বিত কাঠামো গড়ে তোলা।

জনাব বান বলেন, শান্তিরক্ষা অভিযানের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ১ লক্ষ শান্তিরক্ষী ডিপিকেওর পরিচালিত ১৮টি অভিযান ও এই বিভাগ কর্তৃক সমর্থিত অন্যান্য আরো কয়েকটি অভিযানে কর্মরত রয়েছে।

বান কি মুনের মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব বান সাধারণ পরিষদ অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি ব্যাপক-ভিত্তিক প্রস্তাব অনুমোদনের মত গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারায় পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন এটি বিশ্ব সংস্থার শান্তি রক্ষা অভিযানের প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অঙ্গীকারকেই প্রদর্শন করে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, মহাসচিব আশা প্রকাশ করেন সচিবালয় এখন নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও নতুন নিয়োগদানের কাজে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

এটি আরো উলে-খ করে আদেশ-নির্দেশ, রীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান এবং শান্তিরক্ষা অভিযানের দক্ষ পরিচালনার জন্য যাতে ডিপিকেও এবং ডিএফএস একসাথে কাজ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এই সংস্কার প্যাকেজ প্রদান করা হয়েছে।

অনুমোদিত প্যাকেজে বান কি মুনের প্রকৃত প্রস্তাবে উলে-খিত ৪০০ পদের স্থলে নতুন ২৮৭টি পদের
অনুমোদন দেওয়া হয়। ডিএফএস -এর অধস্তন মহাসচিব পদে তিন বছরের জন্য তহবিল প্রদান করা হয় এবং এ সময়ের পর পুনর্গঠন পর্যালোচনা করে আরো অর্থ প্রদান করা হতে পারে। ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়টি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনেই রয়েছে। এটি পুনর্গঠিত শান্তি রক্ষা অভিযানের অংশ হবে না।

মরুকরণ বহু মানুষকে দেশত্যাগী করতে পারে -জাতিসংঘ

২৮ জুন-জাতিসংঘের এক নতুন সমীক্ষায় আজ সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, মরুকরণের প্রভাব হ্রাসে সরকারগুলোকে অবশ্যই কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। মরুকরণের সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরো ঘনীভুত হয়েছে এবং এর ফলে পরবর্তী দশকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশত্যাগ করতে হতে পারে।

বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ক্রমবর্ধমান মরুকরণের হুমকির সম্মুখীন। যদি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আগামী ১০ বছরে প্রায় ৫ কোটি মানুষ-যা দক্ষিণ আফ্রিকা বা কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মোট জনসংখ্যার সমান- বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পতিত হবে।

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইইএনইউ) বিশেষজ্ঞরা বলেন, জমির উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন। তারা মরুকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের বিষয়গুলো মোকাবেলার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারসমুহের প্রতি আবেদন জানান।

ইউএনইউ-এর রেক্টর এবং অধস্তন মহাসচিব হেনস ভ্যান জিনকেল বলেন, শুষ্ক ভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘস্থায়ী কৃষি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

দেশগুলোকে চারণভূমির অধিক ব্যবহার, ভূমির অপব্যবহার এবং টেকসই নয় এমন চাষাবাদ পদ্ধতি বন্ধে ভূমি ব্যবহার নীতি সংক্রান্ত প্রচেষ্টাকে অবশ্যই আরো জোরদার করতে হবে।

প্রায় ২৫টি দেশের ২০০ বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি এ সমীক্ষায় বলা হয় অনেক সময়ই নীতিমালা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এককভাবে

নেওয়া হয় যা বিপরীত ফলদায়ক হতে পারে। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এ সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়।

অধ্যাপক জিনকেল বলেন, বিশ্বায়নের কিছু উপাদান অর্থনৈতিক অসমতা হ্রাস ও দারিদ্র্য দুরীকরণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি মরুকরণ পরিস্থিতির অবনতির ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে।

এই সমীক্ষার প্রধান লেখক এবং ইউএনইউ-এর পানি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের পরিচালক জাফর আবদেল বলেন, মরুকরণ প্রতিরোধের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন মরুকরণের হার ও এর ব্যাপকতা সংক্রান্ত যথাযথ উপাত্তের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মরুকরণের বিষয়ে আগ্রহী বিশ্ব সম্প্রদায় হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নীতিমালায় নজরদারি ও মুল্যায়নের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

এই বিশে-ষণে সুপারিশ করা হয় যারা শুষ্ক ভুমি ব্যবহার করে তারা যাতে তাদের বাস্তুপরিবেশ সংরক্ষণ করে সে জন্য সরকারসমুহ তাদেরকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করুক এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও নীতি নির্ধারকদের আরো ভালোভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুক। অনেক সময়ই তারা শুষ্ক ভুমি ও মরুকরণের মুল ধারণাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে না।

** ** **